দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

পার্বত্য অঞ্চলে লক্ষ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে পাড়াকেন্দ্র স্কুল

॥ বান্দরবান সংবাদদাতা ॥

বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় গত ২৪ বছরে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের ২ হাজার ২২৪টি পাড়াকেন্দ্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। লক্ষাধিক শিশুর প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর উপজাতি এবং বাঙ্গালী শিশুদের স্কুলগামী করে তুলতে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং ইউনিসেফের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত তিন পার্বত্য জেলায় ২ হাজার ২২৪টি পাড়াকেন্দ্র স্কুলে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী লক্ষাধিক শিশু পাক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

১৯৮২ সালে তিন বছর মেয়াদী পরীক্ষামূলক এই প্রকল্প চালু হয়। প্রকল্পে আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ায় ১৯৮৫ সালে মেয়াদ ১০ বছরে বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ পুনরায় ২০০৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে।

বান্দরবানের ৫৮৪টি, রাঙ্গামাটির ৮৪২টি এবং খাগড়াছড়ির ৭৯৮টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানীয় জলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সচেতনতা শিক্ষা দেয়া হয়। বর্তমানে বেশ সাফল্যজনকভাবে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পটি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোরালো ভূমিকা রয়েছে। প্রতিটি পাড়া কেন্দ্রে ১ জন করে মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়। যিনি এলাকায় পাড়াকর্মী নামে পরিচিত। পাড়াকর্মীকে মাসিক ৭ শত টাকা সম্মানী দেয়া হয়। নিয়োগকৃত পাড়াকর্মীকে প্রথমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন ও পাহাড়ে মিশ্র ফলের বাগান সৃষ্টিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ স্কুলের স্কুদে শিশুদের বিনামূল্যে বই, খাতা পেন্সিল প্রভৃতি সরবরাহ করেন। পার্বত্যাঞ্চলের অনেক দুর্গম অঞ্চলে, যেখানে শিশুদের শিক্ষা জন্য কোন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে এসব পাড়া কেন্দ্র স্থাপের ফলে শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কেও এরা সচেতন হয়ে উঠেছে। এই শিশুদের সকাল ৭টা থেকে ৯টা আবার কোন কোন স্থানে এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। পাড়া কেন্দ্রে অধ্যয়নরত শিশুদের অধিকাংশ বাবা দিনমজুর জুমচাষী অথবা শ্রমিক। পাড়া কেন্দ্র থেকে শিক্ষালাভের পর ৭০ ভাগ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি সূত্র জানায় প্রকল্পের মেয়াদ আরো ৫ বছর বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প সারপত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে পাড়া কেন্দ্র ৩ হাজার ২শ'তে উন্নীত ক[...] করা হয়েছে। প্রস্তাবিত পাড়াকর্মীদের মাসিক স[...] শত থেকে দেড় হাজা[...] পর্যন্ত করার প্রস্তাব করা [...] মেয়াদ বৃদ্ধি হলে প্রকল্পে[...] বৃদ্ধি পাবে। পাড়া কেন্দ্র[...] শালী করার জন্য সুপারভ[...] সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শিশুর প্রারম্ভিক বিকা[...] এফপি'র সহায়তায় শিশু[...] প্রদান ও রক্তশূন্যতা বিষ[...] কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত আছে [...] মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে পা[...] অনেক দুর্গম জনপদের [...] বাঙ্গালী ও আদিবাসী [...] শিক্ষা লাভ ও স্বাস্থ্য [...] আরো সচেতন হয়ে ওঠা[...] পাবে।